বেগুনের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

 প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বেগুন জন্মে। তবে দোআঁশ, এটেল দোআঁশ ও পলিমাটি বেগুন উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী। শীত মৌসুমে ফলন বেশি হয়।

 বীজ বপন ও চারা রোপণ

 বীজতলায় চারা তৈরি করে ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের চারা ৭৫ সেমি দূরত্বে সারি করে ৬০ সেমি দূরে দূরে লাগাতে হয়। বেগুনের জাতের গাছেল আকার অনুযায়ী এ দূরত্ব ১০-১৫ সেমি কম বেশি করা যেতে পারে।

রোপণের সময়

 গ্রীষ্মকালীন ফসল মাঘ-ফাল্গুন মাসে (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ) বর্ষাকালীন ফসল। বৈশাখ মাসে (মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে) এবং শীতকালীন ফসলের জন্য ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) মাসে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/হেক্টর |
| ইউরিয়া | ৩৭০-৩৮০ কেজি |
| টিএসপি | ১৪৫-১৫৫ কেজি |
| এমপি | ২৪০-২৬০ কেজি |
| গোবর | ৮-১২ টন |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 অর্ধেক তগোবর সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক গোবর, সম্পূর্ণ টিএসপি এবং এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও এমপি সার পিট তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া ও এমপি সার ৩টি সমান কিস্তিতে রোপণের ২১-৩৫ ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

 গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হয়। শীতকালীণ ও আগাম লাগানো বর্ষাকালীন ফসলের জন্য বেগুনে প্রচুর পানি প্রয়োজন হয়। বেলে মাটিতে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালীন ও বারমাসি বেগুন ফসলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বেগুনের ঢলে পড়া রোগ

 ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। গাছের গোড়া ও শিকড় বিবর্ণ হয়ে যায়। এ রোগ হলে পাতা নেতিয়ে পড়ে ও গাছ ঢলে পড়ে। পরবর্তীতে গাছ মারা যায়।

প্রতিকার

1. রোগ প্রতিরোধক জাত লাগাতে হবে।
2. আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।
3. আক্রান্ত জমিতে শস্য পরিক্রমা অনুসরণ করতে হবে।